Muktii

Free A Poverty Slave

মুক্তির কাঠামোঃ

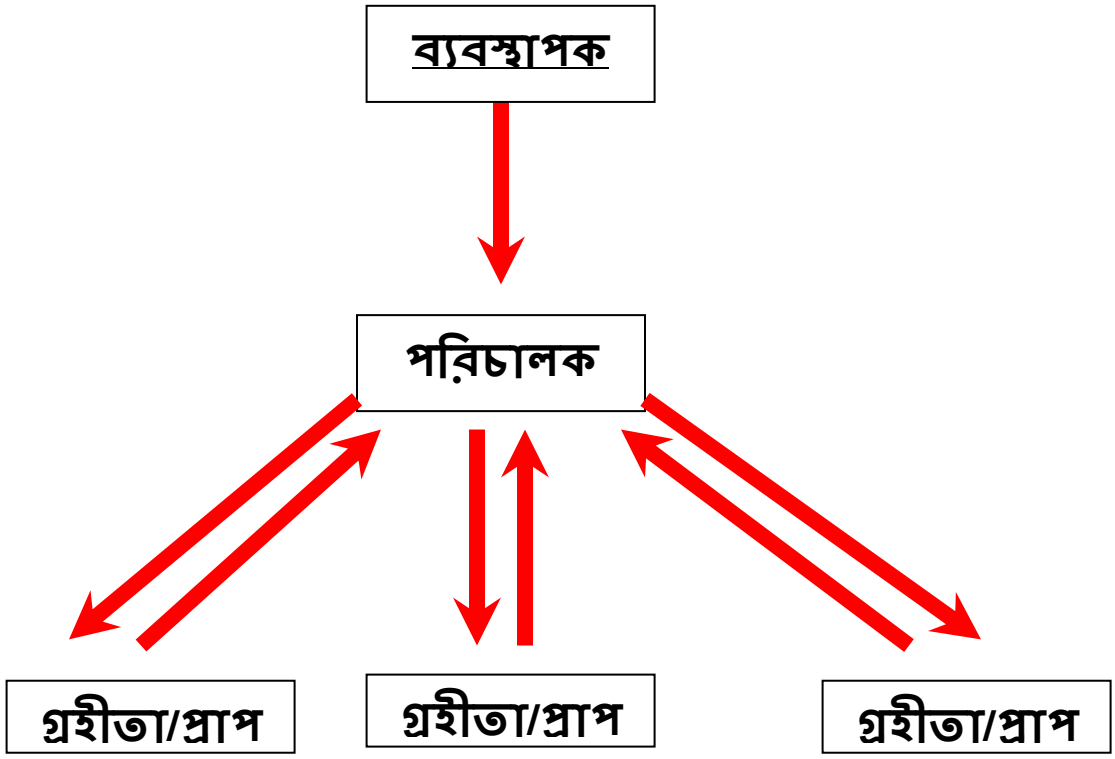

মুক্তির উদ্যোক্তা হলেন কাজী আবদুল খালেক রতন। তিনি শুধু প্রকল্পটির আইডিয়া দিয়ে বা ঋনের টাকা জুগিয়েই ক্ষান্ত নন, তিনি নিয়োগ করেন একজন পরিচালক। পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয় এমন একজন সৎ মানুষকে যার একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা আছে গ্রামে যেখানে গ্রামবাসীরা প্রায়শই যাতায়ত করেন তাদের প্রয়োজনে। যেমন ধরুন মুদি ব্যাবসায়ী। গ্রামবাসীদের প্রতি সপ্তাহে বা ১৫ দিনে এই মুদি ব্যাবসায়ীর কাছে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (যেমন লবন, তেল, সাবান ইত্যাদী) খরিদের জন্য যাতায়ত করতে হয় । এই ব্যবসায়ীর সাথে গ্রামবাসীর

দীর্ঘদিনের পরিচয় তাই ব্যাবসায়ীর পক্ষেও গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা বা খোজ নেয়া সহজ।

পরিচালককে কিন্তু মুক্তির পুরো উদ্দেশ্য এবং নিয়ম সম্বন্ধে প্রথমে জানতে হবে। তাকে একটি তালিকা তৈরী করতে হবে তার গ্রামের সৎ এবং পরিশ্রমী মানুষদের যাদের ঋনের প্রয়োজন। এর জন্য সহজ উপায় হল গঠনমুলকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা এই মানুষদের সম্বন্ধে। গ্রামে বসবাসরত মানুষদের সম্বন্ধে এই তথ্য বের করা এমন কোন কঠিন বিষয় নয় এই পরিচালকের পক্ষে। এরপর উদ্যোক্তা এই পরিচালকের তৈরী তালিকা থেকে তার নিজের পদ্ধতিতে গবেষনা করে বের করবেন কারা সত্যিকারের ঋন পাবার যোগ্য। তার বাছাইকৃত মানুষগুলোকে তিনি নিজে বা পরিচালকের মাধ্যমে ঋন দেয়া হবে।
পরিচালকের দায়িত্ব শুধু ঋন গ্রহিতার তালিকা তৈরী করেই শেষ নয়, তিনি সাপ্তাহিক/মাসিক ঋন পরিশোধের টাকাও সংগ্রহও করবেন গ্রহিতাদের কাছ থেকে। মুক্তি প্রকল্প দরীদ্রদের জীবনের ঘটনা দুর্ঘটনার দিকগুলো বিবেচনা করে ঋন পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারন করে। পরিচালকের দায়িত্ব ঋন গ্রহিতাদের সুবিধে অসুবিধেগুলো জানা, তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয় এবং ঋন পরিশোধ নির্ধারনে সাহয্য করা।
স্বভাবতই সৎ ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীটিকে (পরিচালক) তার মুল্যবান সময় ব্যায় এবং এতবড় একটি দায়িত্ব পালন করার জন্য কিছু পারিশ্রমিক দেয়া দরকার। মুক্তি প্রকল্পে প্রশাসনিক খাতে কোন ব্যয় করা হয় না কিন্তু পরিচালককে সুযোগ দেয়া হয় ঋন পরিশোধের টাকাটি তার নিজের ব্যাবসায়ে খাটাবার। এতে করে তার ব্যাবসায়ও যেমন কিছু লাভ হয়, তেমনি মুল ঋন দেয় টাকাটির পরিমান কমে না। নির্দিষ্ট সময়ের পরে উদ্যোক্তার নির্দেশানুযায়ি পরিচালক এই টাকাটি আবার অন্য কাউকে ঋন দিতে পারেন। এতে করে এই নির্দিষ্ট পরিমান টাকাটি ঘুরে ফিরে অনেক মানুষের উপকার করতে পারে, পারে তাদের জীবনকে বদলে দিতে।

প্রকল্পটির শুরু এবং একটি অনেক সাফল্যের মাঝে একটি উদাহরন আঃ খালেকের মুখ থেকেই শোনা যাকঃ
“আমি আমার গ্রামে এমন একজনকে খুজছিলাম যাকে পরিচালকের দায়িত্ব দেয়া যায়। সেই গ্রামের বাজারে গোলাম শফি নাকে এক ব্যাক্তির একটি চালের দোকান ছিল। গোলাম শফি আমার কাছ থেকে সরাসরি বেশ কয়েকবার ঋন নিয়েছিলেন। আমি জানতাম যে তিনি একজন সৎ ব্যাক্তি এবং তাকে বিশ্বাস করা যায়। তাই আমি

তাকে মুক্তি প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব নেবার জন্য অনুরোধ করি। প্রকল্পের নিয়মকানুন জানার পর তিনি রাজি হন।

খুব শিঘ্রীই গ্রামের মানুষ জানতে পারে যে সুদহীন এক ঋন প্রকল্প চালু হয়েছে তাদের গ্রামে। দলে দলে লোক এসে গোলাম শফিকে জানায় তাদের নাম সম্ভাবিত ঋন প্রাপকদের তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করতে। আমি গোলাম শফিকে আগেই জানিয়েছিলাম যেন সেই মানুষদেরকে ঋন দেয়া না হয় যারা অন্য সংস্থা থেকে ইতিমধ্যে ঋন নিয়েছে। কারন আমি জানতাম যে মুক্তি প্রকল্প থেকে ঋন নিয়ে এরা সে টাকা ব্যাবহার করবে অন্যান্য সংস্থা থেকে নেয়া ঋন পরিশোধের কাজে। এতে করে দরীদ্রদের কোন উপকার হবে না, বরং অন্যান্য ঋনদান সংস্থাগুলো লাভবান হবে। আমি এ কাজের একেবারেই পরিপন্থী ছিলাম। গোলাম শফিকে বাছাই পর্বের প্রথম দায়িত্ব দেয়ায় তিনি এদেরকে তালিকাভুক্ত করেননি বরং অনুসন্ধান করেছেন যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন এবং যারা ঋনের অর্থ নিজেদের ভাগ্যন্নয়নের কাজে ব্যাবহার করতে আগ্রহী। এরপর আমি এই তালিকায় অর্ন্তভুক্ত প্রতিটি ব্যাক্তির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করি, তারা সত্যিকারের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার শিকার কিনা সে সম্বন্ধে সম্ভাব্য খোজ নিই, এবং তাদেরকে মুক্তি প্রকল্পের ঋনের নিয়মাবলী বিস্তারিতভাবে আলাপ করি (যেমন ঋন কোন কাজে ব্যয় করা হবে, সেই কাজ থেকে ঋন গ্রহিতার কি পরিমান আয় হবে, এবং সেই আয়ের ওপর নির্ভর করে কোন কিস্তিতে তার পক্ষে ঋন পরিশোধ সম্ভব হবে ইত্যাদী)।

আফসার নামে এক ব্যাক্তিকে উপরোক্ত নিয়মে ঋনদান করা হয়েছিল। আফসার ২০,০০০ টাকা ঋন চেয়েছিলেন যেন তিনি একটি গাভী কিনতে পারেন যে গাভীটি দিনে ৪ কেজি দুধ দেবে যা নাকি ১০০ টাকায় বিক্রি করা যাবে। যখন আমি ঋন আদান প্রদানের নিয়মাবলী নিয়ে আফসারের সাথে আলোচনায় বসেছিলাম, তিনি বলেছিলেন যে সপ্তাহে তিনি ৩০০ টাকা করে শোধ দিতে চান। এভাবে বছরে ১৫০০০ টাকা শোধ দিতে পারলে দেড় বছরেই তিনি পুরো ঋনের টাকা পরিশোধ করতে পারবেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে সপ্তাহে ৩০০ টাকা শোধ দিলে আফসারের সংসার চালাতে কষ্ট হবে, সুতরাং আমি তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম তিনি যেন সপ্তাহে ২০০ টাকা করে শোধ দেন। এতে করে তিনি এক বছরে ১০,০০০ টাকা শোধ দিতে পারবেন এবং বাকি টাকাটা পরিশোধ করতে পারবেন প্রথম বাছুরটি বিক্রি করে। আফসার কৃতজ্ঞচিত্তে এতে রাজী হয়ে চুক্তিতে সই করেছিলেন। যথারীতি তিনি দেড় বছরে তার ঋনের পুরো টাকা শোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর আফসার আরও অনেকবার একইভাবে ঋন নিয়েছেন, শোধ দিয়েছেন। এখন তার অবস্থা স্বচ্ছল, তার নিজের একটি বাড়ি আছে আজ, তিনি মুক্তি পেয়েছেন দারীদ্রতা থেকে, এবং নিজের জীবনের পরিচালকের ভারটি নিজের হাতে নিতে সক্ষম হয়েছেন"।

মুক্তি প্রকল্পের কাঠামোটি জেনে আপনি বুঝতে পারছেন যে এই কাঠামোতে উদ্যোক্তা, পরিচালক, এবং গ্রহিতার মাঝে একটি সহজ, আন্তরিক এবং বিশ্বাসপুর্ন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই চমৎকার সম্পর্কের কারনে উদ্যোক্তার কোন ভয় থাকে না অপরিচিত প্রাপককে ঋন দেবার। একই ঋন গ্রহিতাকে বারবার ঋন দেয়া হলে তার যে শুধু সামগ্রিক স্বচ্ছলতাই আসে তাই নয়, উদ্যোক্তা, পরিচালক, এবং গ্রহিতার সম্পর্ক এবং প্রকল্পটির ভিত্তি শক্ত হয়। যেহেতু ঋন পরিশোধের টাকা আবারও দরীদ্রদের ঋন দেয়ার কাজে ব্যাবহার করা হয়, তাই ঋন আবেদনকারীদের একসাথে ঋন না দিয়ে আপনি এদেরকে দুই ভাগে ঋন দিতে পারেন। যেমন ধরুন আপনার এলাকায় যদি ১০ জন দরীদ্র ব্যাক্তির ঋনের প্রয়োজন থাকে, আপনি ৫ জনকে ঋন দেবেন এবং বাকি ৫ জনকে 'অপেক্ষার' তালিকায় রাখবেন। যেহেতু ঋন প্রাপ্ত ৫ জন ঋন পরিশোধ করলে বাকী ৫ জন ঋন পাবে, তাই 'অপেক্ষার' তালিকাভুক্তরা ঋন প্রাপ্ত ৫ জনকে তাগাদা দেবে ঋন পরিশোধের। এই সামাজিক তাগাদা আর দরীদ্র গ্রামবাসীদের প্রয়োজনের দিক লক্ষ্য করে ঋন গ্রহিতারা ঋন পরিশোধের জন্য উদ্বুদ্ধ হবে।

আঃ খালেক অনন্য এই মুক্তি প্রকল্পটি গত ১৫ বছর ধরে সাফল্যের সাথে চালিয়ে এসেছেন। তিনি জানিয়েছেন, "গত ১৫ বছর যাবৎ আমি এই প্রকল্পটি চালাচ্ছি এবং এত বছরে একটি মাত্র ব্যাক্তি তার ঋন পরিশোধে ব্যার্থ হয়েছেন। তিনি ঋনের টাকা অপব্যায় করেছিলেন বিধায় মুক্তি প্রকল্প তাকে আর কোন সাহায্য করেনি এবং তার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আজও আসেনি"।

কিছু নির্দিষ্ট চুক্তিপত্র অনুসরন করে মুক্তি প্রকল্পটি এর সাহায্যের কাজ সফলতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছে। এই ফর্মের কিছু উদাহরন দেখতে চাইলে পড়ুন/ক্লিক করুন চুক্তিপত্র।